গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বিএফডিসি ভবন, ২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
www.bfdc.gov.bd

আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি

নিরাপদ মৎস্য, পুষ্টির উৎস

পত্র নং: ৩৩.০৩.০০০০.১০১.১৩.০০১.২৬.১৫৭২

তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
৩০ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

**বিষয়: ০২/২০২৬ নং পরিচালনা বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ অনুষ্ঠিত কর্পোরেশনের ০২/২০২৬ নং পরিচালনা বোর্ড সভায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের খসড়া আইন-২০২৬ অনুমোদনের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

"বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন ১৯৭৩ যুগোপযোগীকরণের নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত খসড়া আইন-২০২৬ কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট এ ১৫ (পনেরো) দিনের জন্য প্রকাশকরত: মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"

বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে ওয়েবসাইটে প্রকশের পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে মতামত (যদি থাকে) প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৩০/০৪

(মো: মাসুদুল আলম)
যুগ্ম পরিচালক
ফোন: ০২-৫৫০১২৫৪১
ই-মেইল: jd@bfdc.gov.bd

বিতরণ:
(১) পরিচালক (অর্থ/ক্রয় ও বিপণন), বিএফডিসি, ঢাকা।
(২) বিভাগ/কেন্দ্র প্রধান/প্রকল্প পরিচালক (সকল).....।
(৩) উপপরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, বিএফডিসি, ঢাকা।
(৪) পরিবহন কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, বিএফডিসি, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন)।
(৫) পিএ টু চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, বিএফডিসি, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

**২০২৬ সনের.....নং আইন**

**বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ২২ নং আইন) রহিতক্রমে উহার বিধানাবলী বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন**

যেহেতু, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ২২ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠানটির কর্মের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে উহা রহিত পূর্বক সময়োপযোগী করিয়া আইন পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:--

**১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন।**- (১) এই আইন বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন (সংশোধন), ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

**২। সংজ্ঞা।**- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে

(ক) "বোর্ড" অর্থ কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড;

(খ) "কর্পোরেশন" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি);

(গ) "চেয়ারম্যান" অর্থ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ও পরিচালনা বোর্ড এর চেয়ারম্যান;

(ঘ) "মৎস্য" অর্থ লবণাক্ত বা স্বাদু পানির যে কোন প্রজাতির মাছ অথবা জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী যেমন, তিমি, সিল, শুশুক, ডলফিন, কচ্ছপ, খোলসি মাছ (Shellfish), ঝিনুক, কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী (crustaceans), ব্যাঙ, শামুক এবং উক্তরূপ প্রাণীর পোনা ও ডিম;

(ঙ) "মৎস্য শিকারের নৌকা" অর্থ সাময়িক সময়ের জন্য মৎস্য শিকার কার্যে নিয়োজিত যে কোন আকৃতির বা যে কোন উপায়ে চালিত আর্টিস্যানাল বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জলযান;

(চ) 'মৎস্য শিল্প" অর্থ মৎস্য উৎপাদন আহরণ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বাজারজাতকরণ, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বিক্রয়; মৎস্য শিকারের যান নির্মাণ, ডকিং ও মেরামত, মৎস্য-জাল এবং মৎস্য-জাল ও গিয়ার তৈরীর কারখানা এবং হিমাগার ইউনিট, মৎস্য বাজার, মৎস্য বন্দর ও মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা, এবং এতৎসংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক বা সহায়ক যে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) 'নির্ধারিত' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত;

(জ) "বিনোদনমূলক মৎস্য কার্যক্রম' সৌখিন মৎস্য আহরণ প্রতিযোগিতা, মৎস্য জাদুঘর, এ্যাকুয়ারিয়াম, মৎস্যজাত খাদ্য উৎপাদন, প্রদর্শন ও সরবরাহ, বিপণন, মৎস্যপুষ্টি গ্যালারী, জলজ বাগান ও নৌ-ভ্রমণ এবং এতৎসংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক বা সহায়ক যে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে।

**৩। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা।**- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ২২ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) কর্পোরেশন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতাসহ একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার এবং চুক্তি সম্পাদন করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

**৪। প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি।-** (১) কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে।

(২) কর্পোরেশন, পর্ষদ যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ বাংলাদেশের যে কোন স্থানে, ইহার একাধিক কার্যালয়, শাখা বা উপ-শাখা স্থাপন করিতে পারিবে।

**৫। তহবিল।-** (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন তহবিল' নামে কর্পোরেশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য বিশেষ তহবিল গঠন করিতে পারিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা তহবিল গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন বিদেশি সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও ভর্তুকি;

(ঘ) কর্পোরেশনের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং নিজস্ব আয়;

(ঙ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

চ) কর্পোরেশনের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা উহার সম্পদ হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ছ) কর্পোরেশন কর্তৃক সংগৃহীত ফি, চার্জ, টোল, ভাড়া, মুনাফা, ট্যারিফ ইত্যাদি; এবং

(জ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) কর্পোরেশনের তহবিল কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা পরিচালনা করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্পোরেশন, তাৎক্ষনিক ব্যয়ের জন্য প্রয়োজন হইবে না তহবিলের এইরূপ কোন অর্থ Trusts Act, 1882 (Act No.ll of 1882) এর Section 20 তে বর্ণিত যে কোন সিকিউরিটিজ অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন তফশিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে (Bangladesh Bank Order, 1972, President's Order No. 127 of 1972 এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank) স্থায়ী আমানতরূপে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

**৬। ব্যয় নির্বাহ।-** (১) কর্পোরেশনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় এবং কর্পোরেশনের সকল প্রকার প্রশাসনিক, সংস্থাপন তথা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, পরিচালক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন-ভাতা, সম্মানি ও আনুষঙ্গিক যাবতীয় ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয় ও বাণিজ্যিক ব্যয় উহার আয় না হলে গঠিত তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে।

(২) কর্পোরেশনের ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান ও নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে।

**৭। কর্পোরেশনের কার্যাবলী।**

(১) বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশন যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(২) বিশেষতঃ পূর্বোক্ত বিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্পোরেশনের নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথাঃ-

(ক) মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) মৎস্য শিল্প স্থাপন;

(গ) মৎস্য আহরণের জন্য অবতরণ কেন্দ্র ও ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকতর সমন্বিত পদ্ধতির উন্নয়ন;

(ঘ) মাছের রেণু উৎপাদন ও পোনা প্রতিপালনের জন্য যথাক্রমে মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি স্থাপন ও পরিচালনা;

(ঙ) শুটকি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও নিয়ন্ত্রণসহ শিল্পস্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) ভ্যালু এডেড মৎস্য পণ্য উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম গ্রহণ;

(ছ) মৎস্য শিকারের নৌকা, মৎস্য বাহন, স্থল ও জলপথে মৎস্য পরিবহন এবং মৎস্য শিল্প উন্নয়নের সহিত জড়িত প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, ধারণ ও হস্তান্তর;

(জ) পাইকারি মৎস্য বাজার স্থাপন এবং পরিচালনা;

(ঝ) মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা:

(ঞ) বিএফডিসি নিয়ন্ত্রণাধীন জলাশয়সমুহে মৎস্য আহরণের লাইসেন্স, মৎস্য আড়ৎদারী লাইসেন্স প্রদান ও পরিচালনা;

(ট) মৎস্য খাদ্য ও ঔষধ ইত্যাদি আমদানিসহ যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঠ) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;

(ড) মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে যৌথ-ব্যবস্থাপনায় কার্য পরিচালনা;

(ঢ) মৎস্য সম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ণ) মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ত) মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন;

(থ) বিনোদনমূলক মৎস্য কার্যক্রম গ্রহণ;

(দ) মৎস্য আহরণ যান এর নিরাপদ ডকিং, বার্থিং সুবিধা, বানিজ্যিকভাবে সুপেয় পানি উৎপাদন ও মাছ ধরার ট্রলারে নিযুক্ত জনবলের জন্য তা সরবরাহ এবং সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান;

(ধ) মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের নিমিত্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইউনিট/কেন্দ্রসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধনপূর্বক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

(ন) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত মৎস্য বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রমের দায়িত্ব গ্রহণ; এবং

উপরি-উল্লিখিত সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর।

(৩) কর্পোরেশন এই ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত সকল বা যে কোন কার্য বাস্তবায়ন করিবার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

**৮। কর্পোরেশনের পরিচালনা ও প্রশাসন।-** (১) কর্পোরেশনের সাধারণ পরিচালনা এবং প্রশাসন ও উহার কার্যাবলী পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং কর্পোরেশন যে সকল বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ ও যে সকল কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, পরিচালনা পর্ষদও সেই সকল বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ ও সেই সকল কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) পরিচালনা পর্ষদ, উহার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কার্য করিবে এবং সরকারের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে এবং সময় সময় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ এবং বিশেষ নির্দেশনা দ্বারাও পরিচালিত হইবে।

**৯। পরিচালনা পর্ষদ গঠন।-** পরিচালনা পর্ষদ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) চেয়ারম্যান, সরকার কর্তৃক পদায়নকৃত অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) সরকার কর্তৃক পদায়নকৃত যুগ্ম-সচিব;

(গ) পরিচালক (ক্রয় ও বিপণন) সরকার কর্তৃক পদায়নকৃত যুগ্ম-সচিব;

(ঘ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের একজন অন্যূন যুগ্ম-সচিব;

(ঙ) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের একজন অন্যূন যুগ্ম-সচিব;

(চ) পরিচালক (পরিকল্পনা ও অডিট), বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এর অন্যূন ৩য় গ্রেডের কর্মকর্তা;

(ছ) যুগ্ম পরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, পরিচালনা পর্ষদের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

**১০। পরিচালনা পর্ষদের সভা।–**

(১) চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক ০৩(তিন) মাসে কমপক্ষে একবার পরিচালনা পর্ষদের সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) চেয়ারম্যান পর্ষদের সকল সভায় সভপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন; তবে এতদুদ্দেশ্যে কোন মনোনয়ন না থাকিলে, উপস্থিত সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) পর্ষদ সভার কোরামের জন্য চেয়ারম্যান ও পরিচালক নয় এইরূপ কমপক্ষে ০১(এক) জন সদস্যসহ কমপক্ষে ০৫(পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৪) সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোটাধিকার থাকিবে এবং সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে; তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারীর দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৫) পর্ষদ সভার কার্যবিবরণী সভার সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং সদস্যগণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(৬) পর্ষদ সভার কার্যবিবরণী বহি আকারে রেকর্ডভুক্ত করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৭) চেয়ারম্যান পর্ষদ সভা অনুষ্ঠানের তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সভার আলোচ্যসূচি, কার্যপত্র এবং কার্যবিবরণীর কপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৮) শুধু কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

**১১। ক্ষমতা অর্পণ।-** (১) পরিচালনা পর্ষদ, এই আইন বা বিধি বা প্রবিধানের অধীন উহার কোন ক্ষমতা, লিখিত আদেশ দ্বারা, চেয়ারম্যান, কোন সার্বক্ষণিক সদস্য বা কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান, এই আইন বা বিধি বা প্রবিধান অনুযায়ী, তাহার উপর অর্পিত, উপ-ধারা (১) এর অধীন চেয়ারম্যানকে প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত, যে কোন ক্ষমতা পরিচালনা পর্ষদের যে কোন সার্বক্ষণিক সদস্য, সদস্য বা কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।।

**১২। চেয়ারম্যান নিয়োগ এবং তার দায়িত্ব ও ক্ষমতা।–**

(১) কর্পোরেশনের একজন চেয়ারম্যান থাকিবে।

(২) চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং এই আইন, বিধি ও প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে কার্যসম্পাদন ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন। তিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতন ও ভাতাদি গ্রহণ করিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্যপদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) সাময়িকভাবে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

**১৩। পরিচালক নিয়োগ এবং তার দায়িত্ব ও ক্ষমতা।**

(১) কর্পোরেশনের নুন্যতম ০৩ (তিন) জন সার্বক্ষনিক পরিচালক থাকিবে।

(২) পরিচালকগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে

(৩) পরিচালক (পরিকল্পনা ও অডিট) কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন;

(৪) পরিচালকগণ এই আইন, বিধি এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্য সম্পাদন এবং অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন। তারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতন ও ভাতাদি গ্রহণ করিবেন।

**১৪। চেয়ারম্যান এবং পরিচালকগণের অযোগ্যতা, অপসারণ ইত্যাদি।–**

১) কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যিনি-

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধের দায়ে দন্ডপ্রাপ্ত;

(খ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত;

(গ) কোন চাকরির জন্য অযোগ্য ঘোষিত বা চাকরিচ্যুত;

(ঘ) উম্মাদ বা অপ্রকৃতিস্থ প্রতিপন্ন হন; এবং

(ঙ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, লিখিতভাবে নির্দেশ জারি করিয়া, চেয়ারম্যান বা কোনো পরিচালককে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি-

(ক) এই আইনের অধীন স্বীয় দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন বা অপারগ হন বা সরকারের বিবেচনায় স্বীয় দায়িত্ব পালন করিতে অক্ষম হন;

(খ) সরকারের বিবেচনায়, তাহার পদের অমর্যাদা করেন;

(গ) সরকারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বা কোন অংশীদারের মাধ্যমে কর্পোরেশনের সহিত বা কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পাদিত বা কর্পোরেশনের পক্ষে কোন চুক্তি বা কর্মসংস্থানের মাধ্যমে কোন জমি বা সম্পত্তিতে, যাহা তাহার জানামতে কর্পোরেশনের কর্মকান্ডের ফলে উপকারের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে বা উপকারে আসিয়াছে, জ্ঞাতসারে কোন অংশ বা স্বত্ব অর্জন করিয়াছেন বা উক্ত অংশ বা স্বত্বের মালিকানা ভোগ করিয়া আসিতেছেন; এবং

(ঘ) চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক এবং পরিচালকের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান কর্তৃক ছুটি অনুমোদন ব্যতিরেকে পর্ষদের পরপর ৩(তিন)টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

(ঙ) কোনো সরকারি কর্মচারি চেয়ারম্যান বা পরিচালক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবার পর কর্পোরেশন হইতে বদলি হইলে অথবা অবসর গ্রহণ করিলে চেয়ারম্যান বা পরিচালকের পদে বহাল থাকিতে পারিবেন না।

**১৫। কর্পোরেশনের কর্মকর্তা, কর্মচারী, পরামর্শক নিয়োগ এবং কমিটি গঠন ।-** (১) কর্পোরেশন, সময় সময়, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ সাপেক্ষে, উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্তে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, পরামর্শক এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও চাকরির শর্তাবলি কর্পোরেশনের প্রবিধান এবং সরকারি বিধি-বিধানের আলোকে নির্ধারিত হইবে।

(৩) কর্পোরেশন উপযুক্ত মনে করিলে উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তার জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৪) কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের পূর্বানুমোদনক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে বিশেষ দক্ষতা, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিক বা জনবল নিয়োগ করিতে পারিবে।

**১৬। কর্মবন্টন।-** (১) কর্পোরেশনের দৈনন্দিন কার্যাবলি দক্ষতার সহিত সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদ প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিম্নরূপ কর্মকর্তাগণের বা কমিটির মধ্যে বন্টন করিতে পারিবে, যথা:--

(ক) কর্পোরেশনের পরিচালকগণ;

(খ) ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন গঠনকৃত যে কোন কমিটি; অথবা

(২) কর্পোরেশনের যে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী।

**১৭। ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত ক্ষমতা।**— ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কর্পোরেশনের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

(১) ক্রয়, স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদী ইজারা গ্রহণ বা অন্য কোনোভাবে ভূমি অর্জন;

(২) সংরক্ষণ, বিক্রয়, বিনিময়. হস্তান্তর বা অন্য কোনোভাবে ভূমি ব্যবহার;

(৩) উপযুক্ত ভাড়ায় ও নির্দিষ্ট শর্তে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদী ইজারা প্রদান;

**১৮। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।-** এই আইনের অধীন কোন কার্য সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর বিধান সাপেক্ষে, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাইবে।

**১৯। নির্দেশদানে সরকারের সাধারণ ক্ষমতা।-** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সময় সময়, মৎস্য উন্নয়নের জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন মনে করিবে সেই সকল পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কর্পোরেশনকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপে কোন নির্দেশ প্রদান করা হইলে কর্পোরেশন উহা প্রতিপালন করিবে।

**২০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

**২১। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।-** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূরণ নহে এইরূপ প্রবিধানামালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

**২২। ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা।-** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দেশীয় বা বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

**২৩। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।-** এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজকর্মের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, বোর্ড, বা উক্ত কাজকর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

**২৪। ফি বা টোল বা চার্জ বা ট্যারিফ ইত্যাদি ধার্য ও আদায়।-** (১) কর্পোরেশন এর কার্যপরিধিভুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্ধারিত সেবা প্রদানের বিপরীতে ফি বা টোল বা চার্জ বা ট্যারিফ ইত্যাদি ধার্য ও আদায় করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ধার্যকৃত ফি বা ট্রোল বা সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি হতে অর্জিত অর্থ কর্পোরেশন যাবতীয় পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক এবং উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করিতে পারিবে।

**২৫। কর্পোরেশনের পাওনা আদায়।-** (১) এই আইনের অধীন দেশীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কর্পোরেশনের কোন পাওনা অনাদায়ী থাকিলে উহা সরকারি পাওনা হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা Public Demands Recovery Act, 1913(Act No. III of 1913) এর বিধান সাপেক্ষে, আদায় করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীন বিদেশি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কর্পোরেশনের কোন পাওনা অনাদায়ী থাকিলে উহা সংশ্লিষ্ট চুক্তি অনুযায়ী, যদি থাকে, বা প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনের বিধি-বিধান সাপেক্ষে, আদায় করিতে পারিবে।

**২৬। সরকারি কর্মচারী।-** কর্পোরেশনের কর্মচারীগণ তাহাদের দায়িত্ব পালনকালে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ২১-এ সংজ্ঞায়িত অর্থে সরকারি কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

**২৭। উন্নয়ন কার্যক্রম, কর্মসূচী বা প্রকল্প গ্রহণ।-** কর্পোরেশন, নির্দিষ্ট এলাকায় মৎস্য ও মৎস্য শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম, কর্মসূচী বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

**২৮। চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা।—** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি বা সংস্থার সহিত, দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থি নহে, এইরূপ যে কোনো চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

**২৯। হিসাব খোলা।-** কর্পোরেশন, বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে, যে কোন ব্যাংক বা একাধিক ব্যাংকে হিসাব খুলিতে পারিবে।

**৩০। তহবিল বিনিয়োগ।-** কর্পোরেশন, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিরাপত্তা জামানতে (securities) ইহার তহবিল বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

**৩১। বার্ষিক বাজেট বিবরণী।-** কর্পোরেশন প্রত্যেক অর্থ বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ নির্ধারিত ফরমে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্পোরেশনের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে উহার উল্লেখ থাকিবে।

**৩২। হিসাব ও নিরীক্ষা।-** (১) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্পোরেশন উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্পোরেশনের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্পোরেশনের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং পরিচালনা বোর্ডের যে কোনো সদস্য বা কর্পোরেশনের যে কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order,1973 (President's Order No. 2 of 1973) এর Article 2(1) (b) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট দ্বারা কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের এক বা একাধিক চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) কর্পোরেশন, যথাশীঘ্র সম্ভব, নিরীক্ষা প্রতিবেদনে চিহ্নিত কোনো ত্রুটি বা অনিয়ম প্রতিকার করিবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

**৩৩। প্রতিবেদন এবং রিটার্ণ।-** (১) প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কর্পোরেশন উক্ত বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলির উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।
(২) সরকার, প্রয়োজনে, কর্পোরেশনের নিকট হইতে যে কোনো সময় কর্পোরেশনের যে কোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং কর্পোরেশন উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিবে।

**৩৪। অপরাধ, দন্ড।**— কর্পোরেশনের কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে, যথা:-

১) কোনো ব্যক্তি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত কোনো অবকাঠামো বা স্থাপনা এবং কর্পোরেশনের ভূমি বা অন্য কোনো সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত করিলে তাহা হইলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

২) কর্পোরেশনের লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি যদি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বা কর্পোরেশনের দখলে রহিয়াছে এইরূপ কোনো ভূমির ওপর কোনো অবকাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ করেন বা নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন অথবা ভূমি অন্য কোনোভাবে জবর দখল করেন বা জবর দখলের অপচেষ্টা করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৩) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো কাজ করিবার বা না করিবার কারণে দন্ডপ্রাপ্ত হইলে এবং সংশ্লিষ্ট কাজ করিবার বা না করিবার কারণে কর্পোরেশনের কোনো সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে আদালত, দন্ড প্রদানের পাশাপাশি, কর্পোরেশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে, কর্পোরেশনকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দন্ডিত ব্যক্তিকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪) উপ-ধারা- ১, ২, ৩ এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের অর্থ দন্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রদত্ত না হইলে, উক্ত অর্থ আদালত কর্তৃক পরোয়ানার মাধ্যমে এমনভাবে আদায় করা যাইবে যেন উহা সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক দন্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থদন্ড হিসাবে আদায় করা হইতেছে।

৫) যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশনের অনুমতি ব্যতীত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও পাইকারী মৎস্য বাজার স্থাপন করে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন একই সাথে স্থাপনা এবং অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

৬) কর্পোরেশন কর্তৃক ক্রয় বা ইজারা গৃহীত জলাশয়, হ্রদ, দীঘি, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, খাল যে নামে অভিহিত হোক না কেন নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং বর্ণিত দন্ড কার্যকর হইবে; যথা-

ক) মৎস্য আহরণ লাইসেন্স ব্যতীত মৎস্য অহরণ অবস্থায় পাওয়া গেলে অনধিক ১ (এক) মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন। একই সাথে যাবতীয় মৎস্য শিকারের সরঞ্জাম জব্দপূর্বক নিলাম করিতে পারিবেন। নিলামকৃত অর্থ কর্পোরেশনের তহবিলে জমা করিবেন;

খ) মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু প্রজনন, বংশবৃদ্ধি, মজুদ, ও পোনা অবমুক্তকরণকালীন সময়ে মৎস্য আহরণ বন্ধ থাকিবে, আহরণ বন্ধকালীন সময়ে মৎস্য আহরণ অবস্থায় পাওয়া গেলে অনধিক ১ (এক) মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন। একই সাথে যাবতীয় মৎস্য শিকারের সরঞ্জাম জব্দপূর্বক নিলাম করিতে পারিবেন। নিলামকৃত অর্থ কর্পোরেশনের তহবিলে জমা করিবেন;

গ) কোন প্রকার অবৈধ জাল, সরঞ্জাম এবং পন্থায় (জাঁক, বন্দুক, ইলেকট্রিক শক, বিস্ফোরক দ্রব্য) দিয়ে মৎস্য শিকার সর্ম্পূণ নিষিদ্ধ। অবৈধ জাল, সরঞ্জাম এবং পন্থায় মৎস্য শিকাররত অবস্থায় পাওয়া গেলে অনধিক ১ (এক) মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন। একই সাথে যাবতীয় মৎস্য শিকারের সরঞ্জাম জব্দপূর্বক ধ্বংস বা নিলাম করিতে পারিবেন। নিলামকৃত অর্থ কর্পোরেশনের তহবিলে জমা করিবেন;

ঘ) স্থানীয় জেলা প্রশাসন বা কর্পোরেশন কর্তৃক ঘোষিত অভয়াশ্রমে মৎস্য আহরণ সবসময় নিষিদ্ধ থাকিবে। অভয়াশ্রমে মৎস্য শিকাররত অবস্থায় পাওয়া গেলে অনধিক ১ (এক) মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন। একই সাথে যাবতীয় মৎস্য শিকারের সরঞ্জাম জব্দপূর্বক নিলাম করিতে পারিবেন। নিলামকৃত অর্থ কর্পোরেশনের তহবিলে জমা করিবেন;

৭) উপ-ধারা-১,২,৩,৪,৫,৬ এর ব্যবস্থার বিকল্প বা অতিরিক্ত হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Penal Code, 1860 এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী কারাদন্ড, অর্থদন্ড, অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত করা যাইবে।

৮) উপ-ধারা- ৬ এর ব্যবস্থার বিকল্প বা অতিরিক্ত হিসাবে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিতে পারিবেন;

৯) চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারীর লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোনো আদালত এই আইনের অধীন কৃত কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

১০) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী কোন দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত, অন্যায় বা কর্পোরেশনের স্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত হইলে বা গোপনীয়তা ও বিশ্বস্ততার লঙ্ঘন করিলে, প্রযোজ্য বিধিমালা/প্রবিধিনমালা দ্বারা শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন।

১১) উপ-ধারা- ১০ এর ব্যবস্থার বিকল্প বা অতিরিক্ত হিসাবে Prevention of Corruption Act, 1947 এর সংশ্লিষ্ট ধারা এবং Penal Code, 1860 এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ীও ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

**৩৫। অসুবিধা দূরীকরণ।-** এই আইনের কোনো বিধানে অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার, এই আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান কারিতে পারিব।

**৩৬। কর্পোরেশনের অবসায়ন।-**
স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অবসায়ন সম্পর্কিত কর্পোরেশনের আইনের কোনো বিধান কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং সরকারের নির্দেশিত পন্থা ও আদেশ ব্যতীত, কর্পোরেশনের অবসায়ন করা যাইবে না।

**৩৭। রহিতকরণ এবং হেফাজত।-** (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ২২নং আইন), অত:পর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত আইনের অধীন-

(ক) প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশন এর-কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা পৃষ্ঠাত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) কর্পোরেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো মামলা বা গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত যে কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহ্য এই আইনের অধীন দায়েরকৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে;

(গ) কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পাদিত কোনো চুক্তি, দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন সম্পাদিত হইয়াছে;

(ঘ) কর্পোরেশনের সকল ঋণ, দায় ও আইনগত বাধ্যবাধকতা এই আইনের বিধান অনুযায়ী সেই একই শর্তে কর্পোরেশনের ঋণ, দায় ও আইনগত বাধ্যবাধকতা হিসাবে গণ্য হইবে;

(ঙ) প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশনের বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রাপ্য পাওনাদি এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশনের পাওনা বলিয়া গণ্য হইবে;

(চ) গঠিত ও রক্ষিত সকল ভবিষ্য, আনুতোষিক ও পেনশন তহবিল এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত, রক্ষিত এবং পরিচালিত হইবে;

(ছ) কোনো চুক্তি বা চাকরির শর্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে কর্পোরেশনের চাকরিতে নিয়োজিত এবং, ক্ষেত্রমত, বহাল থাকিবেন; এবং

(জ) কর্পোরেশনের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধা, তহবিল, স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ অর্থ, ব্যাংক জমা ও সিকিউরিটিসহ তহবিল এবং উহা হইতে উদ্ভূত ও প্রাপ্ত সকল স্বার্থ এবং এতদ্ সংশ্লিষ্ট সকল হিসাব, বই, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্রসহ অন্যান্য সকল দলিল-দস্তাবেজ এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেশনে হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধি বা প্রবিধান, জারিকৃত কোন প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ, প্রণীত সকল পরিকল্পনা বা কার্যক্রম এবং অনুমোদিত সকল বাজেট উক্তরূপ রহিতের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে, এই আইনের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীন প্রণীত, জারিকৃত, প্রদত্ত এবং অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে।

**৩৮। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।–**

(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

(মোঃ বদরুদ্দৌজা)
উপপরিচালক
সদস্য সচিব
খসড়া বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
আইন ২০২৫ চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কমিটি

(মোঃ ফখরুল ইসলাম)
ব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা)
সদস্য
খসড়া বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
আইন ২০২৫ চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কমিটি

(মোঃ মাসুদুল আলম)
যুগ্মপরিচালক
সদস্য
খসড়া বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
আইন ২০২৫ চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কমিটি

(অদ্বৈত চন্দ্র দাস)
পরিচালক (ক্রয় ও বিপণন)
সদস্য
খসড়া বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
আইন ২০২৫ চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কমিটি

(কাজী নজরুল ইসলাম)
পরিচালক (অর্থ)
সভাপতি
খসড়া বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
আইন ২০২৫ চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কমিটি